তারিখ ... 29 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা

শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে ৩ প্রস্তাব

ওয়ার্কিং কমিটি কাজ করছে

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনভাতা নিয়ে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে তিনটি প্রস্তাব তৈরি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে— শিক্ষকদের বেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই জাতীয় স্কেলে দেয়া। তা সম্ভব না হলে মোট স্কেলের ৫০ শতাংশ দেয়া এবং সেটাও সম্ভব না হলে ১ হাজার থেকে ২ হাজার করা।

রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত কমিটির এক সভায় উল্লিখিত তিনটি প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে। এ কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এমরান কবির। এ প্রসঙ্গে তিনি বুধবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, 'ইবতেদায়ি শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটি কিছু সুপারিশ চূড়ান্ত করেছে। এসব মাদ্রাসা যেহেতু এখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে, তাই আমরা প্রস্তাবগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেখানে পাঠাব।'

দেশে বর্তমানে ১ হাজার ৫১৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা আছে। এসব মাদ্রাসার শিক্ষকরা ১ হাজার টাকা করে বেতন পাচ্ছেন। তবে অষ্টম পে-কমিশন ঘোষণার পর থেকে তারা ২০০ টাকা

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে ৩ প্রস্তাব

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। সেই হিসাবে এসব মাদ্রাসার প্রায় ৬ হাজার শিক্ষক ১ হাজার ২০০ টাকা করে বেতন-ভাতা পান।

১৮ মে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত হয়। এর কয়েক দিন পর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়। জাতীয় স্কেলে বেতন-ভাতার দাবিতে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আন্দোলন করেন। আন্দোলনের মুখে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এমরান কবিরের নেতৃত্বে উল্লিখিত কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে এসব মাদ্রাসা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চলে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান যুগান্তরকে বলেন, ইবতেদায়ি মাদ্রাসার উল্লিখিত সমস্যার ব্যাপারে আমরাও একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেছি। এ কমিটি সংযুক্ত ইবতেদায়ি ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার মধ্যে পার্থক্য, স্বতন্ত্র মাদ্রাসার সর্বশেষ অবস্থা, কতটি-কীভাবে চালু আছে ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করবে। এর মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ইত্যাদি নির্ধারণ শেষে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

দীর্ঘদিন ধরে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা দেখভাল করে আসছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এমনকি এখন এসব মাদ্রাসার এমপিও দিয়ে থাকে এ সংস্থাটি। মাউশি পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'এসব মাদ্রাসা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই একই স্টাইলে প্রতিষ্ঠা পায়। উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ৫০০ টাকা করে বেতন পেতেন। ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। তখন কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি হয়ে যায়। তবে সরকার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণ করে ১ হাজারে উন্নীত করে। পরে মহার্ঘ ভাতাসহ এখন ১ হজার ২০০ টাকা করে পাচ্ছে।' মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা যুগান্তরকে বলেন, ১৯৮৪ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে প্রায় ১৯ হাজার মাদ্রাসা সারা দেশে প্রতিষ্ঠা পায়। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী, ৬ হাজার ৮৪৮টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা আছে। এসব মাদ্রাসায় প্রতিটিতে অন্তত চারজন করে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষক কর্মরত আছেন। সংযুক্ত ইবতেদায়ি মাদ্রাসার মতোই এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংস্থান করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা ১৯৯৪ সালের একই পরিপত্র অনুযায়ী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো ৫০০ টাকা করে ভাতা পেতেন। মহাজোট সরকারের বদান্যতায় ২০১৩ সালে তা দ্বিগুণ হয়েছে। ১ হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসা সরকারি অনুদান পেলেও ১৯ হাজারের মধ্যে আরও পাঁচ হাজার ৩২৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা বর্তমানে চালু আছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এসব মাদ্রাসার শিক্ষকরা কোনো বেতন-ভাতা পান না বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ঢাকায় এক মহাসমাবেশে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।